সাক্ষাৎকার

নতুন স্কিমে শিক্ষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না

আবু আলী

০৩ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একটি টেকসই পেনশন-ব্যবস্থায় আনার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ‘প্রত্যয়’-এর যাত্রা শুরু হয়েছে। এ নিয়ে ইতোমধ্যে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনের কারণে দেশের ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। এ স্কিম প্রসঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার নিজ দপ্তরে বসে দৈনিক আমাদের সময়কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা। এ সময় তিনি বলেন, নতুন স্কিমে শিক্ষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। হিসাব করলে দেখা যাবে, তারা বিদ্যমান সুবিধার চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধাই পাবেন। এ স্কিমে সুযোগ

আগের মতোই থাকবে। কারণ এতে কোনো উৎসব ভাতা, মেডিক্যাল ভাতা বাদ দেওয়া হয়নি। হয়তো বিভাজন করে দেখানো হচ্ছে না। চূড়ান্ত বিচারে কারও সুবিধাই কমবে না।

গোলাম মোস্তফা বলেন, আগামী বছরের ১ জুলাই থেকে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরাও সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার মধ্যে আসছেন। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষকদের কোনো বৈষম্য হবে না। তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারি, স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ সুগঠিত পেনশন-ব্যবস্থার আওতার বাইরে রয়েছে। সরকার সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্যই সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি চালু করেছে। এ লক্ষ্যে স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন নিয়োগ পাওয়া কর্মীদের জন্য প্রত্যয় প্রযোজ্য। বর্তমানে ৪০৩টি স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৯০টির মতো প্রতিষ্ঠানে পেনশন-ব্যবস্থা চালু আছে। বাকি ৩১৩টি প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ)। সিপিএফ সুবিধার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এককালীন আনুতোষিক পেয়ে থাকেন, পেনশন পান না। নতুন স্কিম চালুর ফলে দেশে একটি সুগঠিত পেনশন-কাঠামো গড়ে উঠবে।

পেনশন কর্তৃপক্ষের এই সদস্য আরও বলেন, সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি সরকারের দূরদর্শী পদক্ষেপ। আগামী দশ বছর পর দেশের সবচেয়ে বড় ফান্ড হবে পেনশন ফান্ড। গত সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ কোরিয়া সফরে গিয়ে দেখেছি, তাদের পেনশন ফান্ডের আকার ৯৭৫ বিলিয়ন ডলার। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছি। এ জন্য আমাদের এখন থেকেই টেকসই নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশ এখন জনসংখ্যাগত সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) ভোগ করছে। সব মানুষ যাতে সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে থাকতে পারে, সে কারণেই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা ছাড়া সবার জন্য নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা সম্ভব নয়।

গোলাম মোস্তফা বলেন, বর্তমানে সরকারি ১২ লাখ; স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত ইত্যাদি সংস্থার ৪ লাখ এবং পেনশনে যাওয়া অবসরভোগী ৭ লাখ অর্থাৎ ২৩ লাখ লোক পেনশনের আওতাভুক্ত। একটি পরিবারের সদস্য চারজন ধরলে প্রায় এক কোটি মানুষ এখন পেনশনের সংস্পর্শে আছেন। সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থাটি করা হয়েছে সব মানুষের কথা মাথায় রেখে। সুতরাং বিদ্যমান পদ্ধতির তুলনায় সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থা অংশগ্রহণমূলক হবে এটাই স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সাধারণত আনফান্ডেড, ফান্ডেড, ডিফাইন্ড বেনিফিটস (ডিবি), ডিফাইন্ড কন্ট্রিবিউশনস (ডিসি) এই চার ধরনের পেনশন পদ্ধতি চালু রয়েছে। আনফান্ডেড পেনশনে কোনো কর্মীকে চাঁদা দিতে হয় না বলে এটির জন্য কোনো তহবিল সৃষ্টি হয় না। ফান্ডেড পেনশনে কর্মী বা প্রতিষ্ঠান বা উভয়কেই চাঁদা দিতে হয়। ডিবি পদ্ধতি সরকারি কর্মচারীদের জন্য। ডিসি পদ্ধতিতে কর্মী বা প্রতিষ্ঠান থেকে একটি তহবিলে অর্থ জমা হয় এবং সেখান থেকেই ব্যয়নির্বাহ করা হয়। কোনো কোনো দেশে অবশ্য বীমা কোম্পানির মাধ্যমেও পেনশন-ব্যবস্থা চালু আছে। এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে অনফান্ডেড পেনশন থাকবে না। বিশ্বব্যাপীও এ রকমই চর্চা হয়ে থাকে। আনফান্ডেড ব্যবস্থা এখন কম দেশেই আছে।